historical investigation.)। মধ্যযুগের ভারতে তিনি হলেন নতুন ইতিহাস দর্শনের প্রবর্তক (philosophy of history.), ইতিহাসচর্চার একটি নতুন পদ্ধতি তিনি গড়ে তুলেছেন (a critical apparatus for the collection and selection of the facts of history.)। ইতিহাসের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, উপাদান ব্যাখ্যার নীতির কথা বলেছেন (Principles for interpretation of history.)। ঐতিহাসিক হিসেবে আবুল ফজলের অবদান কোনোমতেই নগণ্য নয়, বরং স্থায়ী ও চিত্তাকর্ষক (Abul Fazl's achievements as a historian are by any standard quite impressive.)।

চার

মুল্লা আবদুল কাদির (১৫৪০-১৬১৫) ইতিহাসে ঐতিহাসিক বদায়ুনি নামে পরিচিত। উত্তরপ্রদেশের রোহিলখণ্ডের (ফৈজাবাদে) বদায়ুনে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা শেখ মুলুক শাহ্ ছিলেন ধর্মপ্রাণ মানুষ, সম্ভলের শেখ বাচুর শিষ্য। শৈশবে পিতা বদায়ুনিকে সন্তদের কাছে নিয়ে যান, শেখ হাতিম সম্ভোলির কাছে বদায়ুনি শিক্ষালাভ করেন। কিছুকাল পরে বদায়ুনি ফৈজি ও আবুল ফজলের পিতা সেযুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি শেখ মুবারকের কাছে পাঠ নেন। শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের কাছে শিক্ষালাভ করে বদায়ুনি পণ্ডিত হয়ে ওঠেন। ইতিহাস, জ্যোতিষ ও সংগীতবিদ্যায় তিনি পারদর্শিতা লাভ করেন। শৈশবে ইতিহাসের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মেছিল, তিনি ইতিহাস পড়তে এবং ঐতিহাসিক বিষয়ে কিছু কিছু লিখতে শুরু করে দেন। তিনি ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন কারণ সেযুগে জ্ঞানের একটি প্রধান উৎস হিসেবে ইতিহাসকে গণ্য করা হত (History was too important to be ignored.)। বদায়ুনির মতে ইতিহাস হল বিশ্বাসীদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের একটি উপায় এবং সেই সঙ্গে সাবধানবাণী।

অধ্যাপক মুজিব লিখেছেন যে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সময়টা ছিল নানা ধরনের দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের। বিরোধী ধর্মীয় আন্দোলন মহাদবি নিয়ে মতভেদ তৈরি হয়েছিল। শেখ মুবারক এই ধর্মমতের লোক ছিলেন বলে সন্দেহ করা হত। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম, শরিয়ত ও আচার-আচরণ নিয়ে মতাদর্শগত বিরোধ তৈরি হয়েছিল। যারা ধর্ম শিক্ষালাভ করত তারা এই দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে যেত। সুফিদের মধ্যে দুটি গোষ্ঠী ছিল—একটি গোষ্ঠী সরকারি চাকরি করত, সম্পদের অধিকারী হয়েছিল, অন্যগোষ্ঠী সহজ, সরল, সন্তের জীবনযাপন করত। এই দুই গোষ্ঠীর সুফিদের অনুগামীরা ছিল। আফগান ও মোগলদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেনি, রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রশ্নটির মীমাংসাও হয়নি। আকবরের মধ্যে ধর্ম জিজ্ঞাসার সূত্রপাত হয়েছিল। সত্যানুসন্ধানের জন্য তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান ব্যক্তি,

গ্রন্থ ও চিন্তা-ভাবনার অনুসন্ধান করেন। উলেমা শেখ আবদুন নবি ছিলেন আকবরের 'সদর', উলেমাদের রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামি আকবর পছন্দ করেননি। এই পটভূমিকায় মুল্লা আবদুল কাদির আবুল ফজলের সঙ্গে একসাথে সাম্রাজ্যিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। বদায়ুনি সভাসদ হন এবং রক্ষণশীল উলেমাদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হন, তার্কিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি হয়েছিল। বদায়ুনি নিজেই জানিয়েছেন যে রক্ষণশীলদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে তিনি জয়ী হন। এই সময় থেকে ধর্ম, পয়গম্বর ও শরিয়তের জন্য তিনি লড়াই শুরু করেছিলেন। আকবর, ফৈজি, আবুল ফজল সকলকে তাঁর মনে হয়েছিল বিধর্মী (Akbar, Faizi, Abul Fazl all intellectuals, all infidels, all accursed Shias, all fanatical Sunnis, all impostors.)।

আকবর বদায়ুনিকে পছন্দ করেছিলেন কারণ মুল্লা ধর্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষকরা সকলে উদার না হলেও ছিলেন সহনশীল ও ধর্মান্ধতার বিরোধী। মুল্লা উলেমাদের অনেককে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন। বদায়ুনির লেখার হাত ভালো ছিল, অনায়াসে লিখতে পারতেন, পরিষ্কারভাবে নিজের মতামত তুলে ধরতেন। বদায়ুনি উলেমাদের পছন্দ করতেন না কারণ তাদের ছিল আত্মম্ভরিতা, ধর্মান্ধতা ও ত্রুটিপূর্ণ আচরণ (He was willing to join in the fight because he was angered by the conceit, the fanaticism, the intellectual crudity and the bad manners of these ulema.)। উলেমা সুলতানপুরি, শেখ আবদুন নবি, মহাদবি নেতা শেখ আবদুল্লাহ নিয়াজি এবং ও শেখ আলাই-এর বর্ণনা তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। বদায়ুনি নিজে গোঁড়া ছিলেন কিন্তু সহানুভূতিহীন, হৃদয়হীন সংকীর্ণমনা ছিলেন না (he was orthodox, but not insensitive or narrowminded.)। সুফি ভণ্ড ও ধর্মের ধ্বজাধারীদের তিনি ব্যঙ্গ করেছেন, এরা সম্রাট ও সভাসদদের প্রতারণা করে সম্পদ ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়। অর্থলোভী সুফিদের তিনি পছন্দ করতেন না। শেখ মুবারকের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে তাঁর মিল ছিল না কারণ তিনি আকবরকে ইমাম-ই-আদিল ঘোষণার পরামর্শ দেন। বদায়ুনি লিখেছেন যে শেখ একবার আকবরের সামনে বীরবলকে বলেছিলেন যে হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রে প্রক্ষেপ হয়েছে, ইসলামের শাস্ত্রে অনেক কিছু যুক্ত হয়েছে, এগুলি বিশ্বাসযোগ্য নয় (The Shaikh said on one occasion to Birbal in the presence of the Emperor that there were interpolations in the books of the Hindus, and many accretions also in our religion (of Islam) and one could not trust anything.)।

বদায়ুনি তাঁর নিজের লেখার সাহিত্য গুণ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তার্কিক হিসেবেও তাঁর নাম হয়েছিল (Badauni is fairly proud of his literary competence and his ability as a disputationist.)। নিজের জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা

Scanned with CamScanner